আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

পটভূমি

১৯৯৭ সালে দেশের দক্ষিণ পূর্ব জেলা কক্সবাজারসহ উপকূলীয় পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা সফরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব দেখে ব্যথিত হন। তাদেরকে নিজ পায়ে দাঁড় করানোর চিন্তা থেকে এ প্রকল্পের ধারণা উদিত হয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত ও নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৫ বছরে (১৯৯৭-২০০২ সময়কাল) এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪৭,২১০ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় এসব ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা, জুলাই ২০০২ সালে শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১০ এ শেষ হয়েছে। সিআইসিট ব্যারাক নির্মাণপূর্বক ৫৮,৭০৩ টি পরিবারকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বর্তমানে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। বর্তমান প্রকল্পে উপকূলীয় / ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক ও অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি পাকা ব্যারাক এবং উপজাতীদের জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় সদর, রাজউক, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খাস জমির দুস্প্রাপ্যতার কারণে গ্রামাঞ্চলে যাদের জমি আছে, কিন্তু ঘর নির্মাণের সামর্থ নেই, তাদের নিজস্ব জায়গায় প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি করে প্রায় ৪ হাজার পরিবারের জন্য আধা পাকা ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

লক্ষ্য

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় মানুষের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের প্রত্যেক পরিবারকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন;
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা;
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যা যা করা হয়

(১) ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় জনগোষ্ঠিকে পুনর্বাসন করার উপযোগী খাসজমি, রিজিউমকৃত জমি, দানকৃত জমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমি চিহ্নিত করে আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্থান নির্বাচন।

(২) আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসন করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা মোতাবেক ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবার বাছাই।

(৩) প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলন ও নক্সা অনুসারে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থানের ভিটি প্রস্তুত ও গৃহনির্মাণ করে বাছাইকৃত পরিবারসমূহ পুনর্বাসন। পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিষ্ট্রি ও নামজারী।

(৪) আশ্রয়ণ গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ মাস মেয়াদী ভিজিএফ সুবিধা প্রদান।

(৫) পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা।

(৬) পুনর্বাসিত সদস্যদের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।

(৭) আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রামে পুনর্বাসিত সদস্যদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন, সমিতি নিবন্ধন এবং তাদেরকে সম্মানজনকভাবে নিজেদের সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়াস চালাতে উদ্বুদ্ধকরণ।

(৮) প্রকল্প গ্রামের ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে/কমিউনিটি সেন্টারে কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ও সেখানে লেখা-পড়া করা নিশ্চিতকরণ এবং বয়স্কদের স্বাক্ষরতার নিশ্চয়তা বিধান।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধাপসমূহ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিষ্কণ্ঠক খাস/দানকৃত/রিজিউমকৃত জমি নির্বাচন;
- নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ;
- উপজেলা আশ্রয়ণ বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন;
- উপজেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প স্বাক্ষরপূর্বক জেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিকট প্রেরণ;
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক যৌথ সার্ভে পরিচালনা;
- জেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদন;
- সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব আশ্রয়ণ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;

- আশ্রয়ণ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের মাটির কাজ সম্পাদন;
- প্রস্তুত প্রকল্পস্থানে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ব্যারাক নির্মাণ;
- নির্মিত ব্যারাক উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর;
- উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ;
- ব্যারাকে পরিবার পুনর্বাসন;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমবায় অফিসার কর্তৃক ০৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৪ দিনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্প অফিস, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন।

উপকারভোগী পরিবার বাছাই

- প্রকল্প গ্রহনের পূর্বেই উপকারভোগী পরিবার বাছাই করতে হবে।
- সকলের সম্মুখে খোলা মাঠে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে পরিবার বাছাই করতে হবে।
- বাছাই প্রক্রিয়ায় তাদের বর্তমান অবস্থানস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।
- ব্যারাক হাউজে বাস করতে আগ্রহী কিনা তা জানার জন্য উপকারভোগীদের বিদ্যমান ব্যারাক হাউজ দেখাতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থানে উপকারভোগীরা বাস করতে আগ্রহী কিনা এই মর্মেও তাদের লিখিত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩. যার জমি আছে, ঘর নেই' তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ নীতিমালা

দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের একখন্ড জমি আছে কিন্তু ঘর তৈরীর সামর্থ নেই (বর্তমানে এমন জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস করছে যা মেরামত করার তার সামর্থ্য নেই) এমন দরিদ্র ব্যক্তিকে তার নিজ জমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ঘর নির্মাণের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ১৩/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (সংশোধিত) ডিপিপি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের(একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি-তে এতদসংক্রান্ত একটি নীতিমালা আশ্রয়ণ প্রকল্প কর্তৃক প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। সারাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে ৪০০০ টি পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেয়া হবে। প্রকল্পের সম্পদ দ্বারা কোন মাটির কাজ করা হবে না, শুধুমাত্র ইট, কাঠ, বালি, রড, টিন ও সিমেন্ট ইত্যাদি বাবদ অর্থের প্রাক্কলন তৈরী করা যাবে। সে অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে তৈরীকৃত নীতিমালা মাঠ পর্যায়ে অনুসরণের জন্য প্রণয়ন করা হল।

১. আনুমানিক ২৬৪ বর্গফুট আয়তনের একটি সেমিপাকা (ইটের দেয়াল ও উপরে সিআইসিট বিশিষ্ট) ঘর নির্মিত হবে যাতে একটি রান্নাঘর, আলাদা টয়লেট ও সুপেয় পানির জন্য টিউবওয়েল থাকবে। ঘর নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ২.১০ লাখ টাকা নির্ধারিত আছে (পিডব্লিউডি এর বর্তমান রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রায় ২.৩৬ লাখ টাকা)।

২. প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেয়া হবে। তবে প্রকল্পের সফলতার উপর নির্ভর করে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন ভিত্তিক এ সংখ্যা বাড়তে/ কমতে পারে।

৩. 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটি প্রতি ইউনিয়নের জন্য ৩ টি পরিবার বাছাই পূর্বক প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের সুপারিশসহ নির্দিষ্ট ছকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। প্রকল্প পরিচালক প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ঘর নির্মাণের কার্যাদেশসহ প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে প্রেরণ করবেন।

৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে পিআইসি দ্বারা উপজেলা প্রশাসন সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) ঘর নির্মাণ কাজ সম্পাদন করবে। পিআইসি এর গঠন হবে নিম্নরূপ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমকর্তা	সদস্য সচিব

৫. নির্মাণ কাজের সাথে অবশ্যই শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

৬. সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) এর ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৭. পরিবার বাছাইকরণ পদ্ধতি

(ক) মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ-অসহায় যার জমি আছে কিন্তু ঘর নির্মাণের সামর্থ্য নেই সে সকল পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(খ) কমপক্ষে ৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির মালিকানা থাকতে হবে।

(গ) নীচু জমি অথবা ভূমি উন্নয়ন করতে হবে এমন জমির মালিককে বাছাই নিরুৎসাহিত করা হবে। তবে অল্প নীচু জমি তার মালিক কর্তৃক উন্নয়ন করতে সম্মত হলে প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঘ) এমন জায়গা নির্বাচন করা যাবে না যেখানে মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হবে অথবা নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে জায়গা নির্বাচন না করাই সমীচীন হবে।

(ঙ) উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক পরিবার বাছাই সম্পাদনপূর্বক জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(চ) পরিশিষ্ট খ ছক পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে

* প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক "গৃহ নির্মাণ" নীতিমালা অনুমোদিত)।